সংবাদ

06 APR 2014

পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

আধিপত্যের লড়াইয়ে বাড়ছে লাশের সংখ্যা

ধর্মঘট অব্যাহত রাখার ঘোষণা রাবি ছাত্রলীগের

সুব্রতদাস, রাজশাহী

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে নিহত ছাত্রলীগ নেতা রুস্তম আলী আকন্দকে গাইবান্ধায় পারিবারিক কবরস্থানে গতকাল সকাল ১০টায় দাফন করা হয়েছে। শুক্রবার রাত সাড়ে ৮টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে জানাজা শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অ্যাম্বুলেন্সে তার লাশ পাঠানো হয়। রাত ২টার দিকে তার লাশ গ্রামের বাড়ি গাইবান্ধা জেলার চকনারায়ণপুর পৌঁছে।

শুক্রবার দুর্বৃত্তের ছোড়া গুলিতে রাবির সোহরাওয়ার্দী হল শাখা ছাত্রলীগের যুগ্ম সম্পাদক রুস্তম আলী নিহতের মধ্য দিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে লাশের মিছিলে যোগ হলো আরও একটি তাজা প্রাণ। ১৯৮২ সাল থেকে শুরু করে প্রায় তিন যুগে লাশ হয়েছেন মোট ২৮ শিক্ষক-শিক্ষার্থী।

জানা গেছে, আধিপত্য বিস্তার কিংবা কয়েকটি ছাত্র সংগঠনের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের জের ধরে একের পর এক হত্যাকাণ্ড ঘটছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিশ্ববিদ্যালয় ও পুলিশ প্রশাসনের ছত্রছায়ায় বছরের পর বছর ধরে ক্যাম্পাসে আধিপত্য বিস্তার করে চলেছে কয়েকটি ছাত্র সংগঠন। কখনো কখনো এ আধিপত্যের লড়াইয়ে যোগ দিচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মচারী থেকে শুরু করে বাইরের স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীও।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক নাম প্রকাশ না করার শর্তে গতকাল বলেন, ছাত্র রাজনীতির নামে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে যেসব ঘটনা ঘটছে, তার সবই আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে। তিনি আরও বলেন, প্রশাসনের ওপর চাপ প্রয়োগ করেই ক্যাম্পাসে ছাত্র সংগঠনগুলো আধিপত্য বিস্তার করে থাকে। ক্যাম্পাসে টেন্ডার বাণিজ্য, নিয়োগ বাণিজ্য থেকে শুরু করে হলের সিট নিয়েও বাণিজ্য করে থাকে ছাত্র সংগঠনগুলো। এসব ঘিরেই ঘটে একের পর এক সহিংসতা বা হত্যাকাণ্ড।

বিভিন্ন সূত্রমতে, ১৯৮২ সাল থেকে গতকাল পর্যন্ত ২৭ শিক্ষার্থী ও এক শিক্ষককে প্রাণ দিতে হলো। ২০০৬ সালের ১ ফেব্রুয়ারি মৌলবাদী সংগঠনের হাতে খুন হন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব ও খনিবিদ্যা বিভাগের প্রফেসর এস তাহের আহমেদ। এই ঘটনায় পুলিশ ছাত্রশিবিরের তৎকালীন সভাপতি মাহবুবুল আলম সালেহীনসহ জামায়াত-শিবিরের পাঁচজনকে গ্রেফতারও করেছিল।

এরপর ক্যাম্পাসে আধিপত্য কায়েম করতে শিবির ক্যাডাররা ২০১০ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি মধ্যরাতে সশস্ত্র হামলা চালায় ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের ওপর। তারা ছাত্রলীগের শাহ মখদুম হলের কর্মী ফারুক হোসেনকে নির্মমভাবে হত্যা করে লাশ ফেলে রাখে ম্যানহোলের মধ্যে। পরের দিন সকালে সেখান থেকে ফারুকের লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।

২০১২ সালের ১৫ জুলাই নিজ সংগঠনের সন্ত্রাসীদের হাতে খুন হন ছাত্রলীগ কর্মী আবদুল্লাহ আল হাসান সোহেল। তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। সর্বশেষ গতকাল গুলি করে হত্যা করা হলো

সংখ্যা : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

সংখ্যা : বাড়ছে লাশের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ছাত্রলীগ নেতা ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী রুস্তম আলীকে।

রুস্তম আলীর বন্ধু তানভির হোসেন বলেন, 'কেবল রাজনীতি করতে বলেই রুস্তমকে খুন করা হয়েছে। ছাত্র রাজনীতির নামে অপরাজনীতি বন্ধ হওয়া দরকার। না হলে আমরা বারবার এভাবে আমাদের বন্ধুদের হারাতে থাকব।'

রাবি ছাত্রলীগের সভাপতি মিজানুর রহমান রানা বলেন, 'এটা কোন দলীয় কোন্দল বা নিজের গুলি নিজের গায়ে লাগার ঘটনা না। শিবিরের কেউ এসে মেরে গেছে।' তাদের দাবি গত কয়েকদিন শিবির নেতাকর্মীরা রুস্তমকে ধারাবাহিকভাবে মোবাইল ফোনে এসএমএস ও কল করে হত্যার হুমকি দিয়ে আসছিল। তারই প্রেক্ষিতে গত শুক্রবার জুমার নামাজের সময় কক্ষে একা পেয়ে তাকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের হল শাখার যুগ্ম সম্পাদক রুস্তম আলীর গুলিবিদ্ধ লাশ দেখতে গিয়ে গত শুক্রবার রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গের সামনে দাঁড়িয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য চৌধুরী সারোয়ার জাহান সজল বলেন, আমরা বারবার পুলিশ প্রশাসনকে ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা জোরদারের বিষয়ে বলেছি। কিন্তু তারপরও কোন লাভ হয়নি। কেন জানি পুলিশ প্রশাসনের ক্যাম্পাস নিয়ে গা-ছাড়া ভাব রয়েছে। ফলে একের পর এক খুন হচ্ছে ক্যাম্পাসে। আর এসব নিয়ে অস্থিতিশীল হয়ে উঠছে ক্যাম্পাস। এভাবে চলতে পারে না। আমরা প্রতিটি শিক্ষার্থীর জীবনের নিশ্চয়তা চাই।'

রাবিতে ধর্মঘট অব্যাহত রাখার ঘোষণা ছাত্রলীগের :

রুস্তম আলী আকন্দকে হত্যার প্রতিবাদে এবং হামলাকারীদের গ্রেফতারের দাবিতে ছাত্রলীগের ডাকে সর্বাত্মক ধর্মঘট পালিত হয়েছে। এদিকে ছাত্রশিবিরের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা সভাপতি আশরাফুল আলম গ্রেফতার না হওয়া পর্যন্ত এ ধর্মঘট অব্যাহত রাখার ঘোষণা দিয়েছে ছাত্রলীগ। গতকাল বিকেল সাড়ে ৪টায় বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ক্যাফেটেরিয়ায় আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে ঘোষণা দেন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক তৌহিদ আল তুহিন।

গতকাল ধর্মঘট উপলক্ষে ক্যাম্পাসে মৌনমিছিল ও কালো ব্যাজ ধারণ কর্মসূচি পালন করে ছাত্রলীগ।

মিছিলটি ক্যাম্পাসের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে দলীয় টেন্টে এসে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে মিলিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য দেন রাবি ছাত্রলীগের সভাপতি মিজানুর রহমান রানা। তিনি বলেন, শিবির ক্যাডাররা পরিকল্পিতভাবে ছাত্রলীগ নেতা রুস্তমকে গুলি করে হত্যা করেছে। শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের ঘোষিত কর্মসূচি চলছে। আমরা দ্রুত হত্যাকারীদের গ্রেফতার দাবি করছি। অন্যথায় আরও কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

সমাবেশে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাবি ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক তৌহিদ আল হোসেন তুহিন, কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সদস্য ফিরোজ মাহমুদ, সাইদুল ইসলাম রুবেল, রাবি ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি তন্ময়ানন্দ অভি, দেলোয়ার হোসেন ডিপন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক খালিদ হাসান বিপ্লব প্রমুখ। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বিভাগে ক্লাস-পরীক্ষা হয়নি। ক্যাম্পাসের যান চলাচল বন্ধ ছিল। ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের আনাগোনা তেমন চোখে পড়েনি। আবাসিক হলগুলোতে থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছিল।

মতিহার থানার ওসি এবিএম রেজাউল করিম জানান, সোহরাওয়ার্দী হলসহ ক্যাম্পাসের বিভিন্ন পয়েন্টে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোন মামলা দায়ের হয়নি।

গাইবান্ধা প্রতিনিধি জানান, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ছাত্রলীগ নেতা রুস্তম আলী আকন্দের অস্বাভাবিক মৃত্যু পরিবারের স্বজন ও এলাকাবাসী কেউই মেনে নিতে পারছে না। রুস্তম নিহত হওয়ার খবর পেয়ে রাতেই সাদুল্যাপুর উপজেলায় ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা এক প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল বের করে এবং হত্যাকারীদের অবিলম্বে গ্রেফতারসহ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানায়।

উল্লেখ্য, শুক্রবার দুপুর সোয়া ১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সোহরাওয়ার্দী হলে নিজ কক্ষে গুলি করে হত্যা করা হয় ছাত্রলীগ নেতা রুস্তমকে।